রামামাত্য

অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়নগর রাজ্যে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রী পণ্ডিত রামামাত্য আনুমানিক ১৬শ শতাব্দীর প্রথমদিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। পণ্ডিত রামামাত্য বিজয়নগর রাজ্যেই বসবাস করতেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত তিম্বরাজ বিজয়নগরের রাজা সদাশিব রাওয়ের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পিতার আমাত্য (মন্ত্রী) পদবী প্রাপ্ত হয়ে তিনি হয়েছিলেন রামামাত্য। তিনি বিজয়নগরের রাজা অচ্যুত রায়ের (১৫৪৩-১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) মন্ত্রী ছিলেন।

দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'স্বরমেল কলা নিধি' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন পণ্ডিত রামামাত্য। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হয়েছিল। রচনাকালের সময় হলো ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থটিতে তিনি কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন। যেমন —

(ক) দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের ষড়জগ্রাম বলতে তিনি সা কোমল রে, শুদ্ধ রে, শুদ্ধ ম, কোমল ধ, শুদ্ধ ধ, কে বুঝিয়েছেন। হিন্দুস্থানী মতে এই স্বরাবলীকে বলা হয় মুখারী রাগ।

(খ) আবার তিনি শুদ্ধ সপ্তক বলতে মুখারী রাগকেই বুঝিয়েছেন।

(গ) দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের বিকৃত স্বর অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদ ছাড়া আরো ৭টি বিকৃত স্বরের তিনি পরিচয় দিয়েছেন। সেগুলি যথাক্রমে —

১. ৫ শ্রুতিক ঋষভ অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের শুদ্ধ গান্ধার বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতির শুদ্ধ রে।

২. ৬ শ্রুতিক ঋষভ বা সাধারণ গান্ধার অর্থাৎ হিন্দুস্থানীতে কোমল গ।

৩. চ্যুত মধ্যম গান্ধার অর্থাৎ অন্তর গ বা হিন্দুস্থানী শুদ্ধ গ থেকে ১ শ্রুতি চড়া।

৪. চ্যুত মধ্যম পঞ্চম অর্থাৎ হিন্দুস্থানী কড়ি ম।

৫. শ্রুতিক ধ অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতীয় শুদ্ধ নি বা হিন্দুস্থানী শুদ্ধ ধ।

৬. ৬ শ্রুতিক ধ বা কৈশিক নিষাদ বা হিন্দুস্থানীর কোমল নি।

৭. চ্যুত ষড়জ নিষাদ অর্থাৎ সা থেকে ১ শ্রুতি কম বা হিন্দুস্থানী শুদ্ধ নি।

(ঘ) রামামাত্য এই গ্রন্থটিতে বীণা প্রকরণের কথা বলেছেন। তাঁর মতানুসারে বীণাগুলি ৩ ভাগে বিভক্ত হয়েছে। যথা — শুদ্ধ মেল বীণা, মধ্যমমেল বীণা এবং অচ্যুত রাজেন্দ্র মেল বীণা (অচ্যুত রায়ের নামানুসারে) এই মেল বীণাগুলিতে ৭টি তার থাকত এবং চিকারীর তার থাকত ৩টি। তিনি ১৪টি স্বরকে বীণার দণ্ডে স্থাপন করে স্বরগুলির নাদের স্বরূপ আলোচনা করেছেন।

(ঙ) রামামাত্য ২০টি কর্ণাটকী জনক মেলের কথা বলেছেন। তবে অন্তর গ ও চ্যুত মধ্যম গান্ধার এবং কাকলী নি ও চ্যুত ষড়জ্-নিষাদকে ১টি করে স্বররূপে ধরলে ১৫টি মেল হবে বলে তিনি মনে করেছেন।

(চ) রামামাত্য জন্য রাগগুলিকে ২০টি উত্তমরাগ, ১৫টি মধ্যম রাগ, ৩৩টি অধম রাগ এইভাবে ভাগ করেছেন। প্রত্যেকটি রাগের নামের সংগে স্বর পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন।

রামামাত্য তাঁর গ্রন্থে সংগীতকে লক্ষ্য প্রধান বা প্রাক্টিক্যাল নির্ভর বলেছেন। তাই, সংগীতের লক্ষ্য বা ক্রিয়ার প্রয়োজনে শাস্ত্রীয় নিয়ম অনায়াসে লঙ্ঘন করা যায় বলে তিনি মনে করেছেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মার্গ সংগীত নয়। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত কিভাবে ভারতীয় সংগীত ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করে নতুন দিক দর্শন করছিল তা জানার জন্য এই গ্রন্থটি সংগীত শিক্ষার্থী, সংগীত অনুরাগী ও সংগীত গবেষকদের কাছে খুবই মূল্যবান গ্রন্থ। আনুমানিক ১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধে বিজয়নগরে সংগীত শাস্ত্রী রামামাত্যের জীবনাবসান ঘটেছিল।